



লেকচার ১ : ইলম অর্জনের
গুরুত্ব ও ফযীলত।

কোর্সঃ ফারযুল আহিত।

www.aslafacademy.com

প্রশিক্ষক: শায়খ মুহাম্মাদ ইলিয়াছ খান।

লেকচার ১ : ইলম অর্জনের গুরুত্ব ও ফযীলত।

সকলকে ইলম অর্জনে উৎসাহিত করা হয়েছে -

কুরআন-সুন্নাহয় ব্যাপকভাবে সকলকে ইলমে দ্বীন শিখতে উৎসাহিত করা হয়েছে। এর ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ؛ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ، وَحَقَّقَتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.

যে কেউ ইলমের খোঁজে কোনো পথে চলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। যখনই কোন দল আল্লাহর কোন ঘরে আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করার জন্য একত্র হয় এবং নিজেরা তা শিক্ষাদান করে, তখনই তাদের উপর সাকীনা অবতীর্ণ হয়, আল্লাহর রহমত তাদেরকে বেষ্টন করে রাখে, ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে এবং আল্লাহ তার কাছে যারা আছে তাদের কাছে তাদের কথা আলোচনা করেন। যার আমল তাকে পিছিয়ে রেখেছে তার বংশ তাকে এগিয়ে নিতে পারবে না।¹

ইলমে দ্বীন অর্জনের সুযোগ সকলের জন্য অব্যাহত -

ইসলামে দ্বিনী ইলম অর্জনের অবকাশ সবার জন্য উন্মুক্ত। যে কোনো বংশের লোক, যে কোনো শ্রেণি-পেশার মানুষ, যে কোনো অঞ্চলের অধিবাসী কুরআন-সুন্নাহর ইলম অর্জন করতে পারেন; বরং ইসলামে তা কাম্য। ইসলাম একদিকে যেমন ইলম অর্জনের সুযোগ

¹সহীহ মুসলিম ২৬৯৯

সবার জন্য উন্মুক্ত করেছে অন্যদিকে সঠিক উপায়ে ইলম অর্জন না করে দ্বীনী বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেওয়াকে চরম অপরাধ সাব্যস্ত করেছে।

ইলম অর্জনের সঠিক পদ্ধতি -

দ্বীনী ইলম অর্জনের সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে, আলিমগণের নিকট থেকে ইলম অর্জন করা। হযরত আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের বললেন -

خُذُوا مِنَ الْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الْعِلْمُ

‘ইলম অর্জন কর তা বিদায় নেওয়ার আগে’। সাহাবীগণ আরয করলেন-

يَا نَبِيَّ اللَّهِ، كَيْفَ يُرْفَعُ الْعِلْمُ مِنَّا وَبَيْنَ أَظْهُرِنَا الْمَصَاحِفُ، وَقَدْ تَعَلَّمْنَا مَا فِيهَا، وَعَلَّمْنَا نِسَاءَنَا وَذُرَارِيَّنَا وَخَدَمَنَا؟

আল্লাহর নবী! ইলম কীভাবে বিদায় নেবে, আমাদের মাঝে তো রয়েছে আল্লাহর কিতাব? আমরা নিজেরা তা শিখেছি। আমাদের স্ত্রী ও অধীনস্থদেরকেও তা শিখিয়েছি?

বর্ণনাকারী বলেন, এ কথায় তিনি রুষ্ট হলেন। এরপর বললেন-

أَيُّ ثَكَلَتِكَ أُمُّكَ! وَهَذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى بَيْنَ أَظْهُرِهِمُ الْمَصَاحِفُ، لَمْ يُصْبِحُوا يَتَعَلَّقُونَ بِحَرْفٍ مِمَّا جَاءَتْهُمْ بِهِ أَنْبِيَائُهُمْ، إِلَّا وَإِنَّ مِنْ ذَهَابِ الْعِلْمِ أَنْ يَذْهَبَ حَمَلَتُهُ

তোমাদের মরণ হোক! ইয়াহুদী, নাছারাদের মাঝে কি তাওরাত ও ইঞ্জীল ছিল না, কিন্তু এতে তো তাদের কোনোই উপকার হল না! ইলমের প্রস্থানের অর্থ তার বাহকগণের প্রস্থান।²

হাদীসের শুরুতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, ‘ইলম গ্রহণ কর তা বিদায় নেওয়ার আগে’। এরপর ‘ইলম বিদায় নেওয়ার’ অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন, ইলম বিদায় নেওয়ার অর্থ আলিমগণের বিদায় নেওয়া। তাহলে এ হাদীসে আল্লাহর

²মুসনাদে আহমদ ২২২৯০;

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইলমের বাহক তথা আলিমগণের নিকট থেকে ইলম গ্রহণ করতে বলেছেন।

হযরত আবুদ দারদা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

مَا لِي أَرَى عُلَمَاءَكُمْ يَذْهَبُونَ وَجُهِالَكُمْ لَا يَتَعَلَّمُونَ؟ تَعَلَّمُوا قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، فَإِنَّ رَفَعَ الْعِلْمُ ذَهَابُ الْعُلَمَاءِ

হায়! তোমাদের আলিমগণ বিদায় নিচ্ছেন কিন্তু তোমাদের বে-ইলম শ্রেণি ইলম অর্জন করেছে না। ইলম উঠিয়ে নেওয়ার আগেই ইলম হাসিল কর। ইলম উঠিয়ে নেওয়ার অর্থ আলিমদের প্রস্থান।³

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

মানুষের উপর এমন এক যুগের আগমন ঘটবে যখন অনেক হবে পাঠকের সংখ্যা আর হ্রাস পাবে ফকীহের সংখ্যা আর ইলম তুলে নেওয়া হবে ও রক্তপাত ছড়িয়ে পড়বে।⁴

ইমাম শাফেয়ী রাহ. বলেছেন-

مَنْ تَفَقَّهَ مِنَ الْكُتُبِ ضَيَّعَ الْأَحْكَامَ

যে (শুধু) বইপত্র থেকে ফিকহ অর্জন করে সে (শরীয়তের) বিধিবিধান ধ্বংস করে।⁵

ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর ইত্তিকাল ২০৪ হিজরীতে। কত আগে, সেই হিজরী তৃতীয় শতকের শুরুতে তিনি এই জ্ঞানগত অনাচার সম্পর্কে বলেছেন এবং এর সূত্র নির্দেশ করেছেন। সালাফের এক জ্ঞানী ব্যক্তির বাস্তবসম্মত উক্তি –

من اعظم البلية تشيخ الصحيفة

³সুনানে দারেমী ২৫১

⁴আলমুজামুল আওসাত তবারানী, হাদীস ৩২৭৭; আলমুসতাদরাক হাকীম ৪/৪৫৭, হাদীস ৮৪১২

⁵আলমাজমু' শরহুল মুহায্যাব ১/৩৮

‘শুধু বই-পত্র উস্তাযে পরিণত হওয়া এক মহাবিপদ।’

যে কারো জন্য দ্বীনী-ব্যখ্যা ও বিধিবিধান বর্ণনা করা অন্যায় -

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ،
حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا
وَأَضَلُّوا

আল্লাহ তাআলা এলমকে এমন ভাবে তুলে নিবেন না যে বান্দাদের (অন্তর) থেকে তা তুলে নিলেন; বরং ইলমকে তুলে নিবেন আলিমদের তুলে নেওয়ার মাধ্যমে। অবশেষে যখন আলিম থাকবে না তখন লোকেরা বেইলম লোকদের নেতা বানাবে আর তারা ইলম ছাড়া ফতোয়া দিবে। ফলে নিজেরা গোমরাহ হবে, অন্যদের গোমরাহ করবে।^৬

ইমাম আবু হানীফা রাহ.কে জানানো হল যে,

في مسجد كذا حلقة يتناظرون في الفقه

‘অমুক মসজিদে কিছু লোক একত্র হয়ে ফিকহ বিষয়ে আলোচনা করে।’ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন-

أَلَيْسَ رَأْسُ؟

তাদের কোনো মাথা শিক্ষক) আছে কি?

^৬ সহীহ বুখারী, হাদীস ১০০; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৩

বলা হল - لا

জ্বী না।

তিনি বললেন,

لا يفقهون أبداً

‘এরা কখনো ফিকহ অর্জনে সমর্থ হবে না।’

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন-

إِنَّكُمْ فِي زَمَانٍ: كَثِيرٌ فَقْهًاؤُهُ، قَلِيلٌ خُطْبًاؤُهُ، قَلِيلٌ سُؤَالُهُ، كَثِيرٌ مُعْطُوهُ، الْعَمَلُ فِيهِ قَائِدٌ لِلْهَوَى. وَسَيَأْتِي مِنْ بَعْدِكُمْ زَمَانٌ: قَلِيلٌ فَقْهًاؤُهُ، كَثِيرٌ خُطْبًاؤُهُ، كَثِيرٌ سُؤَالُهُ، قَلِيلٌ مُعْطُوهُ، الْهَوَى فِيهِ قَائِدٌ لِلْعَمَلِ، اَعْلَمُوا أَنَّ حُسْنَ الْهَدْيِ، فِي آخِرِ الزَّمَانِ، خَيْرٌ مِنْ بَعْضِ الْعَمَلِ

তোমরা এমন যুগে রয়েছ, যে যুগে আলিম বেশি, বক্তা ও আলোচক কম। যাপ্ণকারী কম, দানকারী বেশি। এ যুগে কর্ম হচ্ছে প্রবৃত্তির পরিচালক। কিন্তু তোমাদের পরে অচিরেই এমন এক যুগ আসছে যখন ফকীহ হবে কম আর বক্তা হবে বেশি। অনেক হবে যাপ্ণকারী, কম হবে দানকারী। ঐ সময় প্রবৃত্তি হবে কর্মের নিয়ন্ত্রক।⁷

ফরযে আইন ও ফরযে কেফায়া -

দ্বীনী ইলমের বিভিন্ন স্তর ও ভাগ রয়েছে। একটি ভাগ ফরযে আইন ও ফরযে কেফায়া হিসাবে। ফরযে আইন বলা হয়, যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। বিশেষভাবে এই প্রকারের ইলমের ব্যাপারেই হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

⁷ আল আদাবুল মুফরাদ, বুখারী হাদীস ৭৮৯;

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

প্রত্যেক মুসলিমের উপর ইলম অর্জন করা ফরয।^৪

ঈমান-আকীদা, ইবাদাত-বন্দেগী, মুআমালাত-মুআশারাতসহ ইসলামের বড় বড় সকল অধ্যায়ের অনেক বিষয়ই এই প্রকারের ইলমের মধ্যে শামিল, যা সকলকেই শিখতে হবে। এই পরিমাণ ইলম শিখে নেওয়া প্রত্যেকের কর্তব্য। আর অধীনস্তদেরকে শিক্ষা দেওয়াও জরুরি। এ পরিমাণ ইলম না শিখলে আল্লাহর কাছে অন্যকে দায়ী করা যাবে না এবং কোনো ওজরও গ্রহণযোগ্য হবে না।

তাবেঈ উমর ইবনে আব্দুল আযীয রাহ. বলেন-

من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح.

যে ব্যক্তি ইলম ছাড়া আমল করবে সে সঠিকভাবে যতটুকু করবে না করবে, বরবাদ করবে তার চেয়ে বেশি।^৯

কুরআন-সুন্নাহয় ইলম হাসিল করার গুরুত্ব -

কুরআনের ইলম অর্জনের গুরুত্ব কুরআনের মতই। কারণ আল্লাহ পাক কুরআন নাযিল করেছেন, যাতে আমরা এর ইলম অর্জন করি এবং সেই অনুযায়ী আমল করি। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন।

وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, মানুষকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা করে।^{১০}

^৪ মুসনাদে আবু হানীফা (হাছকাফী), হাদীস ১, ২; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৪

^৯ তারীখে তাবারী ৬/৫৭২

^{১০} সূরা নাহু (১৬) : ৪৪

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ.

তিনিই উম্মীদের মধ্যে একজন রাসূল পাঠিয়েছেন তাদের মধ্য হতে, যে তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে; তাদের পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত; ইতিপূর্বে তো তারা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।¹¹

সূরা কাহাফে আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আ. ও হযরত খাযির আ.-এর ঘটনা উল্লেখ করে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, একজন অনেক উঁচু মর্যাদার নবীও ইলম ও হিকমত শিক্ষার জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন এবং আরেকজনের পিছে পিছে ঘুরেছেন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে হযরত মূসা আ. খাযির আ.-কে বললেন-

هَلْ أَتَّبَعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا.

আমি কি তোমার অনুসরণ করব এই মর্মে যে, তুমি আমাকে হেদায়েতের বাণী শেখাবে, যা তোমাকে শেখানো হয়েছে।¹²

এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.

মুমিনদের সকলের একসঙ্গে অভিযানে বের হওয়া সঙ্গত নয়, তাদের প্রত্যেক দলের এক অংশ বহির্গত হয় না কেন, যাতে তারা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞানানুশীলন করতে পারে এবং তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে, যখন তারা তাদের নিকট ফিরে আসবে। যাতে তারা সতর্ক হয়।¹³

¹¹ সূরা জুমুআহ (৬২) : ২

¹² সূরা কাহাফ (১৮) : ৬৬

¹³ সূরা তাওবা (৯) : ১২২

প্রখ্যাত মুফাস্সির আল্লামা কুরতুবী রাহ. বলেন, কুরআনের এই আয়াতটি ইলম অন্বেষণ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে একটি বড় দলীল। তিনি আরো বলেন, ইলম অন্বেষণ করা এমন মহা সম্মান ও মর্যাদার বিষয়, অন্য কোনো আমল যার সমকক্ষ হতে পারে না।¹⁴

ইলমের প্রতি কোনো এক সম্প্রদায়ের অনাগ্রহের কথা জানার পর তিনি ইরশাদ করেন-

مَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يُفْقَهُونَ حِرَانَهُمْ، وَلَا يُعَلِّمُونَهُمْ، وَلَا يَعِظُونَهُمْ، وَلَا يَأْمُرُونَهُمْ، وَلَا يَنْهَوْنَهُمْ. وَمَا بَالُ أَقْوَامٍ لَا يَتَعَلَّمُونَ مِنْ حِرَانِهِمْ، وَلَا يَتَفَقَّهُونَ، وَلَا يَتَعِظُونَ. وَاللَّهِ لَيُعَلِّمَنَّ قَوْمٌ حِرَانَهُمْ، وَيُفْقَهُونَهُمْ وَيَعِظُونَهُمْ، وَيَأْمُرُونَهُمْ، وَيَنْهَوْنَهُمْ، وَلَيَتَعَلَّمَنَّ قَوْمٌ مِنْ حِرَانِهِمْ، وَيَتَفَقَّهُونَ، وَيَتَفَطَّنُونَ، أَوْ لَأَعَا جِلَّتْهُمْ الْعُقُوبَةُ.

ওই সম্প্রদায়ের কী হল যে, তারা প্রতিবেশীদেরকে দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ দান করে না; দ্বীন শিক্ষা দেয় না, দ্বীনের বিষয়াবলী বোঝায় না, তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ করে না, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে না? ওই সম্প্রদায়েরই বা কী হল যে, তারা প্রতিবেশী থেকে দ্বীন শেখে না, দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ নেয় না, দ্বীনের বিষয়াদি বুঝে নেয় না? আল্লাহর কসম! হয়ত তারা তাদের প্রতিবেশীদেরকে দ্বীন শেখাবে, দ্বীনের সঠিক সমঝ ও বুঝ দান করবে, দ্বীনের বিষয়াদি বোঝাবে, সৎ কাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে আর যারা জানে না ওরা তাদের থেকে শিখবে, সঠিক বুঝ গ্রহণ করবে, দ্বীনের বিষয়াদি ভালোভাবে বুঝে নেবে নতুবা আমি তাদেরকে দুনিয়াতেই নগদ শাস্তি দিব।¹⁵

ইলমে দ্বীনের ফযীলত -

সর্বপ্রথম কুরআনী ওহীতেই ইলমের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

¹⁴ তাফসীরে কুরতুবী ৮/২৬৬, ২৬৮

¹⁵ আলমুজামুল কাবীর, তবারানী; মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ ১/১৬৪

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، إِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ،
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন- সৃষ্টি করেছেন মানুষকে ‘আলাক’ হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমাম্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না।¹⁶

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.
বল, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? ¹⁷

কুরআনে কারিমের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ.

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে ইলম দান করা হয়েছে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মর্যাদায় উন্নত করবেন।¹⁸

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

¹⁶ সূরা আলাক (৯৬) : ১-৫

¹⁷ সূরা যুমার (৩৯) : ৯

¹⁸ সূরা মুজাদালাহ (৫৮) : ১১

আল্লাহ পাক যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের সহীহ সমঝ দান করেন।¹⁹

আরো ইরশাদ করেছেন-

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ:
رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي
بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

দুই ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো ব্যাপারেই হিংসা হতে পারে না। এক. আল্লাহ পাক যাকে সম্পদ দান করেছেন আর সে ন্যায়ের পথে খরচ করতে থাকে। দুই. যাকে দ্বীনী জ্ঞান দান করেছেন আর সে তা দিয়ে বিচার করে এবং তা মানুষকে শেখায়।²⁰

অন্য হাদীসে ইরশাদ করেছেন-

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ.
যেই ব্যক্তি ইলম তলবের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করবে আল্লাহ পাক এর বদৌলতে তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেবেন।²¹

হযরত সাফওয়ান ইবনে আস্সাল রা. বলেন, আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলাম। তখন তিনি মসজিদে বসে ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি এসেছি ইলম শিক্ষা করার জন্য। তিনি বললেন, তালেবে ইলমকে

¹⁹ সহীহ বুখারী, হাদীস ৭১; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১০৩৭

²⁰ সহীহ বুখারী, হাদীস ৭৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮১৬

²¹ সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৬৯৯

মারহাবা। নিশ্চয় তালেবে ইলমকে ফিরিশতাগণ বেষ্টন করে রাখে এবং তাঁদের ডানা দিয়ে তাকে ছাঁয়া দিতে থাকে। অতঃপর তাঁরা সারিবদ্ধভাবে প্রথম আসমান পর্যন্ত মিলে মিলে দাঁড়িয়ে যায়। এসব কিছু তাঁরা সে যা অন্বেষণ করছে তার ভালবাসায় করে।²²

হাদীস শরীফে ইলম অন্বেষণের রাস্তাকেও আল্লাহর রাস্তা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ.

যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য বের হল সে আল্লাহর রাস্তায় বের হল।²³

অন্য বর্ণনায় এভাবে এসেছে -

مَنْ جَاءَ مَسْجِدِي هَذَا، لَمْ يَأْتِهِ إِلَّا لِحَيْرٍ يَتَعَلَّمُهُ أَوْ يُعَلِّمُهُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

যেই ব্যক্তি আমার মসজিদে আসল শুধু একারণে যে, সে কোনো কল্যাণের বাণী শিখবে অথবা শেখাবে সেই ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায়।²⁴

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে -

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

²² আখলাকুল উলামা, আর্জুরী ১/৩৭; তবারানী কাবীর, হাদীস ৭৩৪৭; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস ৫৫০

²³ জামে তিরিমিযী, হাদীস ২৬৪৭

²⁴ সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৭; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৯৪১৯

যখন মানুষ মারা যায় তার সকল আমলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। শুধু তিনটি রাস্তা খোলা থাকে। এক. ছদকায়ে জারিয়া। দুই. এমন ইলম, যা থেকে (মানুষ) উপকৃত হয়। তিন. নেক সন্তান, যে তার জন্য দুআ করে।²⁵

আরো ইরশাদ হয়েছে, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে কুরআন মাজীদ শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়।²⁶

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু জর রা.-কে সম্বোধন করে বলেছেন, হে আবু জর, কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা করা তোমার জন্য একশ রাকাত নফল নামায পড়ার চেয়েও উত্তম। ইলমের একটি অধ্যায় শিক্ষা করা তোমার জন্য এক হাজার রাকাত নফল নামায পড়ার চেয়েও উত্তম। চাই এর উপর আমল করা হোক বা না হোক।²⁷

হযরত আবু উমামা রা. বর্ণনা করেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দুই ব্যক্তির আলোচনা করা হল। তাদের একজন ছিল আলেম অপরজন আবেদ। তখন নবীজী ইরশাদ করলেন-

فَضَّلُ الْعَالِمُ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ.

আবেদের (আলেম নয় এমন ইবাদাতগুয়ার নেককার ব্যক্তি) উপর আলেমের মর্যাদা তোমাদের একজন সাধারণ ব্যক্তির উপর আমার মর্যাদার ন্যায়।²⁸

আরো ইরশাদ করেন-

²⁵ সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৬৩১

²⁶ সহীহ বুখারী, হাদীস ৫০২৭

²⁷ সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২১৯

²⁸ জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬৮৫

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوْرَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ، فَ مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ.

নিশ্চয় আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিশ। আর নবীগণ দিনার-দিরহামের (অর্থ-সম্পদের) ওয়ারিশ বানান না। তাঁরা ওয়ারিশ বানান ইলমের। সুতরাং যেই ব্যক্তি তা গ্রহণ করল সে তো (মিরাছের) এক বিরাট অংশ গ্রহণ করল।²⁹

হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় দুই ভাই ছিল। তাদের একজন নবীজীর দরবারে আসত এবং দ্বীনী ইলম তলব করত। অপরজন ছিল পেশাজীবী। একদিন পেশাজীবী ভাই এসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তার তালিবে ইলম ভাইয়ের ব্যাপারে অভিযোগ করল (অর্থাৎ সে দুনিয়ার কাজ-কর্ম করে না)। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাজীবী ভাইকে বললেন -

لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ.

সম্ভবত তুমি তার (তালিবে ইলমের) কারণেই রিযিক পাচ্ছ।³⁰

হাদীস শরীফে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলেম ও তালিবে ইলমের প্রশংসা করে ইরশাদ করেছেন-

وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِّطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِّلْعَالِمِ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَآتِ الْأَرْضِ، حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ.

নিশ্চয় ফেরেশতাগণ তালিবে ইলমের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন। আর আলেমের জন্য মাগফিরাত কামনা করতে থাকে আসমান-যমীনের সবকিছু। এমনকি

²⁹ সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ২২৩; মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২১৭১৫; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৪১

³⁰ জামে তিরমিযী, হাদীস ২৩৪৫

পানির নিচে থাকা মাছ। (অন্য বর্ণনায়, গর্তের পিপিলিকা।) আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর তেমন তারকারাজির মাঝে চন্দ্র যেমন।³¹

ইলমের আদাবের প্রতি লক্ষ রাখা জরুরি -

দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা যেহেতু অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল তাই এর আদব-কায়দার প্রতি লক্ষ রাখাও অতি গুরুত্বপূর্ণ। এখানে সেগুলোর কয়েকটি আলোচনা করা হচ্ছে।

নিয়ত বিশুদ্ধ করা -

সকল আমলের ক্ষেত্রেই নিয়ত একটি বড় বিষয়। এমনকি মুমিন ও মুনাফিকের মাঝে পার্থক্য সূচিত হয় এই নিয়তের মাধ্যমে। ইলম শিক্ষার পথে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও বিশুদ্ধরূপে আমল করা ছাড়াও পার্থিব বহু উদ্দেশ্য সামনে চলে আসে। এজন্য নিয়তের বিষয়ে ইলম অন্বেষণকারীর খুবই সতর্ক থাকা জরুরি। স্বয়ং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে -

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُتَغَى بِهِ وَجْهُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنْ اَلدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرَفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَغْنِي رِيحَهَا.

আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা হয় এমন ইলম (দ্বীনী ইলম) যেই ব্যক্তি পার্থিব কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শিক্ষা করবে কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।³²

অন্য এক হাদীসে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন -

لَا تَعْلَمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ، وَلَا تُتَمَارَوْا بِهِ السَّفَهَاءَ، وَلَا تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالِنَّارِ النَّارَ.

³¹ মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২১৭১৫; জামে তিরমিযী, হাদীস ২৬৮২, ২৬৮৫; ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার ১/১৬১

³² মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৮৪৫৭; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৬৬৪

তোমরা এই উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা করো না যে, এর মাধ্যমে আলেমদের সাথে গর্ব করবে বা মূর্খদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হবে। কিংবা মজলিসের অধিকর্তা হবে। যে এমন করবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম।³³

বিশিষ্ট বুয়ুর্গ বিশর হাফী রাহ. বলেন-

لَا أَعْلَمُ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ عَمَلًا أَفْضَلَ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ لِمَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَحَسُنَا نَتَّيْتُهُ.

পৃথিবীর বুকে ইলম অন্বেষণের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো আমল সম্পর্কে আমার জানা নেই; যদি অন্বেষণকারীর নিয়ত বিশুদ্ধ থাকে এবং সে আল্লাহকে ভয় করে চলে।³⁴

ইলমে দ্বীন শিক্ষার সঠিক পদ্ধতি -

ইলম শিক্ষা করার বিশেষ ৩টি উপায়।

১. কারো কাছে গিয়ে সরাসরি তার থেকে শেখা।
২. কারো লেখা পাঠ করা।
৩. কারো রেকর্ডকৃত আলোচনা শোনা।

উক্ত ৩ প্রকারের কিছু আদাব -

সকল পদ্ধতিরই কিছু উসূল (নিয়মনীতি) ও আদাব রয়েছে।

লেখা বা আলোচনা কার সেটা যাচাই করা। অর্থাৎ আমার শিক্ষাটা যেন হয় হকপন্থী কারো বই বা আলোচনা থেকে। হকপন্থীদের বই চেনার উপায় হচ্ছে নিজের জানা-শোনা হকপন্থী কোনো আলেমের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া।

³³সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৭৭

³⁴আলআদাবুশ শারইয়্যাহ, ইবনে মুফলিহ ২/৩৭

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, কোনো আলেমের কাছে না গিয়ে শুধু বই-পত্র থেকে কিছু ইসলামী জ্ঞান শিখে নেওয়া যথেষ্ট নয়। যদিও বইটি কোনো হকপন্থী আলেমের হয়। কারণ শুধু বই থেকে শিখলে আমার ভুল বুঝা বা উল্টা বুঝার সম্ভাবনা রয়েছে। অথবা আমি যা শিখছি তার বাস্তবিক প্রয়োগ কেমন হবে তা আমার কাছে অস্পষ্ট থেকে যেতে পারে। কিংবা আমার জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে ইসলামের কোনো বিষয় নিয়ে হঠাৎ আমার দিলে খটকা লাগতে পারে। যা হতে পারে আমার ক্ষতির কারণ।
এজন্যই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ.

ইলম হাসিল করতে হবে শেখা-শেখানোর মাধ্যমে।³⁵

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস খতীব বাগদাদী রাহ. বলেন-

وَيَكُونُ قَدْ أَخَذَ فِقْهَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الْعُلَمَاءِ، لَا مِنْ الصَّحُفِ.

ইলম অন্বেষণকারী দ্বীনের বুঝ ও সমঝ গ্রহণ করবে আলেমদের যবান থেকে; বই-পুস্তক থেকে নয়।³⁶

কুরআনে কারীমের এক আয়াত থেকেও বুঝা যায় ইলম শিক্ষার ক্ষেত্রে আসল পদ্ধতি হল আলেমদের শরণাপন্ন হওয়া। ইরশাদ হয়েছে-

فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

তোমরা যদি না জানো তবে আহলে যিকরের কাছে জিজ্ঞাসা করে নাও।³⁷

³⁵ সহীহ বুখারী ৬৮

³⁶ আলফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খতীব বাগদাদী ২/১৯৩

³⁷ সূরা নাহল (১৬) : ৪৩

বিশিষ্ট ফকীহ আল্লামা শাতেবী রাহ. তাঁর ‘আলমুআফাকাত’ গ্রন্থে লিখেছেন-

قَالُوا إِنَّ الْعِلْمَ كَانَ فِي صُدُورِ الرِّجَالِ، ثُمَّ انْتَقَلَ إِلَى الْكُتُبِ، وَصَارَتْ مَفَاتِحُهُ بِأَيْدِي الرِّجَالِ.

আহলে ইলম বলেন, ইলম (প্রথমে) সংরক্ষিত ছিল মনীষীদের বুকে। পরে তা চলে এসেছে পুস্তকে। তবে চাবি রয়ে গেছে তাদেরই হাতে।³⁸

এজন্য শুধু বই-পত্র পড়াকেই ইলম শিক্ষার জন্য যথেষ্ট মনে করা ভুল। পড়তেও হবে, আলেমদের কাছেও যেতে হবে। তবে পড়ার চেয়ে আলেমদের কাছে গিয়ে শেখা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

অপরিচিত কারো থেকে ইলম শিক্ষা না করা -

ইলম শিক্ষার দ্বিতীয় পদ্ধতির একটি বড় মূলনীতি হচ্ছে, অপরিচিত বা যার সম্পর্কে নিজের জানাশোনা নেই- এমন কারো থেকে ইলম শিক্ষা না করা।

এক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, আমি যার থেকে ইলম গ্রহণ করছি সে হকপন্থী কি-না- তা আমার জানা থাকতে হবে। অথবা জানাশোনা আছে, এমন হকপন্থী আলেম তার ব্যাপারে কী বলেন- সেটা লক্ষ করতে হবে। বিখ্যাত তাবেঈ হযরত ইবনে সীরীন রহ. বলেন-

إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ، فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ.

এই ইলম (কুরআন-সুন্নাহ ইলম) হচ্ছে দ্বীন। সুতরাং দেখে নাও, কার কাছ থেকে তোমরা তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করছ।³⁹

³⁸ আলমুআফাকাত, শাতেবী ১/১৪০

³⁹ সহীহ মুসলিম ১/১৪

ইলমের জন্য দরকার মেহনত -

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন-

إِنَّ أَحَدَكُمْ لَمْ يُولَدْ عَالِمًا، وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ

তোমাদের কেউই আলেম হয়ে জন্ম লাভ করে না। ইলম তো হাসিল হয় শিক্ষা করার মাধ্যমে।⁴⁰

হযরত ইবনে আব্বাস রা.-কে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনার এত বিপুল ইলম কীভাবে অর্জিত হয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন-

بِلِسَانٍ سَوُولٍ، وَقَلْبٍ عَقُولٍ

অধিক জিজ্ঞাসাকারী যবান ও সজাগ হৃদয়ের মাধ্যমে।⁴¹

উস্তাযের দীর্ঘ সাহচর্য গ্রহণ -

ইলমের জন্য জরুরি হল দীর্ঘ সময় উস্তাযের সাহচর্য গ্রহণ করা। আমাদের আকাবিরগণ শুধু এক উস্তাযের কাছেই ত্রিশ-চল্লিশ বছর পর্যন্ত আসা-যাওয়া করতেন। আরবী ভাষার বিশিষ্ট ইমাম আবু উবাইদা মা'মার ইবনুল মুসান্না রাহ. বলেন, আমি আমার উস্তায প্রসিদ্ধ আরবী ভাষাবিদ ইউনুস ইবনে আবী হাবীবের খেদমতে চল্লিশ বছর পর্যন্ত আসা-যাওয়া করেছি।⁴² ইমাম মালেক রাহ বলেন-

كَانَ الرَّجُلُ يَخْتَلِفُ إِلَى الرَّجُلِ ثَلَاثِينَ سَنَةً يَتَعَلَّمُ مِنْهُ.

⁴⁰আলমাদখাল ইলাস সুনানিল কুবরা, বায়হাকী ১/২৬৭

⁴¹ফাযাইলুস সাহাবাহ, ইমাম আহমাদ ২/৯৭০; আলআহাদু ওয়াল মাছানী, ইবনু আবী আছেম ৩/২৯৩

⁴²ওফাইয়াতুল আ'য়ান, ইবনে খল্লিকান ২/৪১৬

শিষ্য উস্তাযের সাহচর্যে ত্রিশ বছর আসা-যাওয়া করত এবং তার থেকে ইলম অর্জন করত।⁴³

ইলমের ক্ষেত্রে ‘কানাআত’ বর্জনীয় -

ইলমের ব্যাপারে কোনো প্রকারের ‘কানাআত’ বা পরিতুষ্টি না থাকা বাঞ্ছনীয়। দ্বীনী ইলমের প্রতি থাকতে হবে পরিপূর্ণ লোভ। ইলম অর্জনের কাজ করতে হবে ঈর্ষান্বিত হয়ে এবং প্রতিযোগিতামূলক অগ্রগামিতার সাথে। ইলম অন্বেষণে অন্তত এতটুকু মনোনিবেশ থাকতে হবে, যতটুকু থাকে দুনিয়ার মোহে ডুবন্ত ব্যক্তির দুনিয়া অর্জনে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَنْهُوَ مَنْ لَا يَشْبَعَانِ: مَنْهُوَ فِي عِلْمٍ لَا يَشْبَعُ، وَمَنْهُوَ فِي دُنْيَا.

দুই লোভী এমন যে, তারা কখনো পরিতৃপ্ত হতে পারে না- ইলম-লোভী, আর দুনিয়ালোভী।⁴⁴

লজ্জা ও অহংকার ইলম হাসিলের পথে বড় অন্তরায় -

অহংকার বড় ভয়ংকর ব্যাধি। অহংকারের কারণে অন্যান্য অনেক কল্যাণের সঙ্গে সঙ্গে ইলমের মতো মহা কল্যাণ থেকেও মানুষ বঞ্চিত হয়। আবার অনেকের ইলম শিক্ষা করার ইচ্ছা থাকে, কিন্তু লজ্জার কারণে শিখতে পারে না। বিখ্যাত তাবেঈ হযরত মুজাহিদ রাহ. বলেন-

لَا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلَا مُسْتَكْبِرٌ.

অনর্থক লজ্জাকারী ও অহংকারী ইলম থেকে বঞ্চিত হয়।⁴⁵

⁴³ সিয়রু আ‘লামিন নুবালা, যাহাবী ৮/১০৮

⁴⁴ মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস ২১৩; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদীস ৯৭৯৮

⁴⁵ সহীহ বুখারী ১২৯

লজ্জা অনেক প্রশংসনীয় একটি গুণ। তবে অনর্থক লজ্জা ভালো নয়। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. আনসারী নারীদের প্রশংসা করে বলেছেন-

نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْنِ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ.

আনসারী নারীরা কতই না উত্তম! দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করার ক্ষেত্রে লজ্জা তাদের জন্য বাধা হয় না।⁴⁶

ইলমের ধারক-বাহকগণকে সম্মান করা -

আলেম ও তালিবে ইলমের মর্যাদা দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল। তাদের মর্যাদাকে যারা ছোট করবে তারা নিজেরাই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে ছোট হয়ে যাবে। সমস্ত গোমরাহ ফেরকা ও বাতিলপন্থীরা উলামা-বিদ্বেষের ক্ষেত্রে একজোট। কারণ গোমরাহী ও বাতিলের বিরুদ্ধে আলেমরাই সর্বপ্রথম সোচ্চার হন। এজন্য বাতিল ও গোমরাহী চেনার একটি উপায় এ-ও যে, তারা হবে উলামা-বিদ্বেষী। হাসান বসরী রাহ. বলেন, আবুদদারদা রা. ও ইবনে মাসউদ রা. বলেন-

كُنْ عَالِمًا أَوْ مُتَعَلِّمًا أَوْ مُحِبًّا أَوْ مُتَّبِعًا، وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهْلِكَ. قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: مَنْ الْخَامِسُ؟ قَالَ: الْمُبْتَدِعُ.

তুমি আলেম হও। নয়তো আলেমের ছাত্র হও। নয়তো আলেমকে মহব্বতকারী হও। নয়তো আলেমের অনুসারী হও। পঞ্চম ব্যক্তি হয়ো না। তাহলে তোমার ধ্বংস অনিবার্য। বর্ণনাকারী হাসান বসরী রাহ.-কে জিজ্ঞাসা করা হল, পঞ্চম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, পঞ্চম ব্যক্তি হচ্ছে, বেদআতি।⁴⁷

⁴⁶ সহীহ বুখারী ১২৯

⁴⁷ আলইবানাহ, ইবনে বাত্তাহ, বর্ণনা ২১০; আলমাদখাল, বায়হাকী, বর্ণনা ৩৮১; জামিউ বায়ানিল ইলম, ইবনু আব্দিল বার, বর্ণনা ১৪২

ইলম শেখার আগেই আদব শেখা উচিত -

ইমাম ইবনে সিরীন রাহ. (১১০ হি.) বলেন-

كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم

‘তারা যেমন ইলম শিক্ষা করতেন তেমনি আচার-আচরণও শিক্ষা করতেন।’⁴⁸

আমি একটু কম করেই বলেছি যে, ইলমের আগে না হলেও অন্তত ইলমের সাথে অবশ্যই ইসলামী আদব, বিশেষ করে ইলমের আদব শিখতে থাকা উচিত।

বয়স্কদের দ্বীনী শিক্ষা অর্জনের গুরুত্ব ও পদ্ধতি -

বয়স্কদের দ্বীনী শিক্ষার ব্যাপারে থানভী রাহ. বলেছেন, বর্তমানে লোকদের এত হিম্মত এবং সময়-সুযোগও নেই যে, নিয়মতান্ত্রিকভাবে আলেম হবে। এজন্য দ্বীন শেখা ও শেখানোর এমন একটা সহজ পদ্ধতি বলে দিচ্ছি, যার দ্বারা সাধারণ মানুষ ইলম অর্জনের ফরয দায়িত্ব আদায় করে উভয় জাহানের সফলতা অর্জন করতে পারে। ইলম অর্জনের জন্য পাঁচটি পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে :

১. দ্বীনী বই-পুস্তক পড়া কিংবা অন্যকে দিয়ে পড়িয়ে শোনা।
 ২. পরিবারের লোকজনদেরকে নিজে পড়ানো কিংবা অন্যকে দিয়ে পড়ানোর ব্যবস্থা করা।
 ৩. উলামায়ে কেরাম থেকে বিভিন্ন বিষয়ে মাসআলা জিজ্ঞেস করা।
 ৪. ওয়াজ শোনা।
 ৫. বিশেষজ্ঞ আলেমদের সোহবতে থাকা।
- দ্বীন শেখার এ পদ্ধতি কত সহজ। এ পদ্ধতিতে যদি কেউ দ্বীন শেখা অব্যাহত রাখে তাহলে তেমন কষ্ট ছাড়াই শেখা সম্ভব।⁴⁹

⁴⁸ আলজামি লিআখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামে, খতীব বাগদাদী ১/৭৯

⁴⁹ তুহফাতুল উলামা, ৪৩১

অধিকাংশ সাহাবী দ্বীনী ইলম অর্জন করেছেন বয়স্ক অবস্থায় -

বয়স বেশি হওয়া এমনকি বৃদ্ধ হয়ে যাওয়াও দ্বীনী শিক্ষা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা নয়। সাহাবায়ে কেলাম হলেন সর্বপ্রথম ইলমে ওহী শিক্ষা গ্রহণকারী। নবুওতের পাঠশালার সর্বপ্রথম ছাত্র। তাঁদের বক্তব্য ও শিক্ষার আলোকেই আমাদের কুরআন-সুন্নাহ বুঝতে হয়। অথচ তাঁদের অধিকাংশই বয়স অনেক হওয়ার পর ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং দ্বীন শিখেছেন। নবীজীর পর এ উম্মতের সবচেয়ে বড় জ্ঞানী হলেন আবু বকর রা.। অথচ তিনি যখন নবীজীর সংস্পর্শধন্য হয়ে ইলম শেখা শুরু করেছেন তখন তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৪০ বছর। এমনিভাবে ওমর রা., আবু যর রা., আবুদ দারদা রা., প্রমুখ উম্মতের সবচেয়ে জ্ঞানী এ মহামানবগণ ইলম শিখেছেন বয়স অনেক হয়ে যাবার পর। ইমাম বুখারী রাহ. হযরত ওমর রা.-এর এ বক্তব্য উল্লেখ করেছেন-

باب الاغتباط في العلم والحكمة وقال عمر : "تفقهوا قبل أن تسودوا .."

তোমরা বয়স অধিক হওয়ার আগেই ইলম শিখে নাও।

সহীহ বুখারীতে ওমর রা.-এর এ বক্তব্য উল্লেখ করে ইমাম বুখারী রাহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন-

قال أبو عبد الله -يعني البخاري نفسه-

: وبعد أن تسودوا، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم.

অর্থাৎ বয়স বেশি হওয়ার পরও ইলম শিক্ষা কর। কারণ সাহাবায়ে কেলাম (অধিকাংশ) তো বয়স অধিক হওয়ার পরই দ্বীনী ইলম শিক্ষা করেছেন।⁵⁰

ওমর রা.-এর অবস্থাই দেখুন, বয়স হবার পরও কীভাবে তিনি দ্বীনী ইলম শিখেছেন। তিনি বলেন, আমি ও আমার এক আনসারী প্রতিবেশী পালাক্রমে নবীজীর কাছে যেতাম। সে একদিন থাকত। আমি একদিন থাকতাম। যেদিন আমি থাকতাম সেদিনকার ওহী ও অন্যান্য বিষয় আমি তাকে জানাতাম। আর যেদিন সে থাকত সেও অনুরূপ করত।⁵¹

⁵⁰সহীহ বুখারী, ৭২

⁵¹সহীহ বুখারী, ৮৯

قيل لأبي عمرو بن العلاء: هل يحسن بالشيخ أن يتعلم؟ قال: إن كان يحسن به أن يعيش فإنه يحسن به أن يتعلم.

আবু আমর ইবনুল আলা'কে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, বৃদ্ধ বয়সে ইলম শিক্ষা করা কি উত্তম কাজ? তিনি উত্তরে বলেন, বেঁচে থাকাটা যদি তার জন্য উত্তম হয় তবে ইলম অর্জন করা কেন উত্তম হবে না! ⁵²

কোনো একজন আলেমকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কতদিন পর্যন্ত মানুষকে শিখতে হবে? তিনি উত্তরে বলেন, মৃত্যু পর্যন্ত। আল্লামা কিফতী রাহ. বলেন-

انما تعلم الكسائي النحو بعد الكبر فلم يمنعه ذلك من ان برع فيه .

কিসাই বয়স অনেক হওয়ার পরই নাহু শেখা শুরু করেন। এ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জনে অধিক বয়স তার জন্য বাধা হয়নি। ⁵³

আমাদের ইতিহাস আলো করে আছে এমন অসংখ্য মহামানবদের ঘটনা, মৃত্যুর আগ মুহূর্ত পর্যন্ত যারা ইলম চর্চা করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. মৃত্যুর ঠিক আগ মুহূর্তেও ইলমের মুয়াকারা করেছেন। এরকম অসংখ্য নযীর আছে আমাদের ইতিহাসে।

পরিণত বয়সে দীন শেখার কিছু প্রতিবন্ধকতা -

বয়সকালে দীন শেখার ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা আমাদের সামনে উপস্থিত হয়।

১. বয়স একটু বেশি হয়ে গেলে কিছু আর মনে থাকতে চায় না। কোনো কিছু মুখস্থ করতে হলে অনেক সময় লাগে।

⁵² আলফাকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ, খতীব বাগদাদী, খ. ২, পৃ. ১৬৭

⁵³ আমবাউর রুয়াত ২ / ২৭১

২. পরিবার-পরিজনের খোঁজ-খবর রাখায় সুযোগ পাওয়া কষ্ট হয়।
৩. কর্মব্যস্ততা অনেক বেশি থাকে।
৪. লজ্জা লাগতে শুরু হয়।

পরিণত বয়সে দীন শেখার কিছু সুবিধার দিক -

পরিণত বয়সে দীন শেখার কিছু ইতিবাচক দিকও আছে।

১. মনোযোগ বেশি থাকে।
২. গুরুত্বের অনুভূতি অনেক বেশি থাকে।
৩. পরিশ্রম বেশি করা সম্ভব হয়।
৪. যে কোন কিছু বোঝা ও অনুধাবন করা সহজ হয়।